কৃষি এবং শিল্প একে অপরের পরিপূরক -

শিল্প ক্ষেত্র কৃষি ক্ষেত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী নয় কিন্তু একটি অপরটির পরিপূরক, এই দুটি ক্ষেত্র এমন ভাবে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে একটি ক্ষেত্রের উন্নতি অপর ক্ষেত্রটি-র উন্নতি ছাড়া সম্ভব নয়, যদি কৃষিকে অর্থনীতির হৃদয় বলে বর্ণনা করা হয় তবে শিল্পকে অবশ্যই অর্থনীতির হৃৎপিণ্ড বা মস্তক,

এই দুইটি ক্ষেত্রের পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে নিম্নরূপে আলোচনা করা যায়।

A) কৃষির প্রভাব শিল্পের উপর :- শিল্পের উপর কৃষির বিভিন্ন প্রভাব রয়েছে। যেমন - a) এটা কৃষি নির্ভর ভাবে শিল্পের জন্য কাঁচা মাল যোগান দেয়, ইক্ষু, পাট, তৈলবীজ, চা মসলা, জাম, চিনি প্রভৃতি ভোগ্য পণ্যের শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচা মালের যোগান হয় কৃষি ক্ষেত্র থেকে,

b) খাদ্য শস্য, সবজি, এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর যোগানও আসে শিল্প শ্রমিকদের জন্য কৃষি ক্ষেত্র থেকে। আবার বহু প্রাকৃতিক যোগান ও আসে এবং দুগ্ধ জাতীয় পণ্যের শিল্পের ক্ষেত্রেও কৃষি ছাড়া অচল,

c) কৃষক - গ্রামবাসীর সঞ্চয় তাদের অর্থ (টাকা কড়ি) ব্যাঙ্ক বা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয় করে এবং সেগুলি আবার কৃষি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে,

d) ভোগ্য পণ্য এবং মূলধন পণ্যের শিল্পের জন্য কৃষি ক্ষেত্র একটি বড়ো মূল্য উৎস বা ক্ষেত্র এবং বাজার তৈরি রাখে।

e) শিল্প ক্ষেত্রের জন্য শ্রমিকের যোগানও আসে কৃষি ক্ষেত্র থেকে।

শিল্পের প্রভাব কৃষির উপর :— কৃষির উপর শিল্পের গুরুত্ব কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। যেমন a) ট্রাকটর, হারভেস্টার, পাম্প সেট, রাসায়নিক সার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পজাত সামগ্রীর যোগান কৃষি ক্ষেত্রের জন্য শিল্প ক্ষেত্রই ব্যবস্থা করে।

b) কৃষিজাত পণ্যের বাজার, পরিকাঠামো যথা, রাস্তা, রেল ওয়ে সব কিছুর ক্ষেত্রেই শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য।

c) শিল্প ক্ষেত্র প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে ফলে কৃষি ক্ষেত্রের উপরি শ্রমিকরা শিল্পকার্যে সুযোগ পায়। ফলে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

d) কৃষকরা বিভিন্ন প্রকারের শিল্পজাত সামগ্রি যথা - বাই সাইকেল, টর্চ, রেডিয়ো প্রভৃতি নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করে।

তাই সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্র একে অপরের পরিপূরক। দুটি ক্ষেত্রই পাশাপাশি একে অপরের কাছে হাত বাড়িয়ে চলে। একটি ক্ষেত্রের উন্নতি অন্য ক্ষেত্রের উন্নতিকে ত্বরান্বিত করে।

Pampa Sankar (PTT)